তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১০

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে**

**-- ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নতসমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের মতো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

আজ জামালপুরের ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, আজ বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলায় রূপ নিয়েছে। আমরা সফল হয়েছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা দেশের সব মানুষ ভোগ করছে। তিনি ইসলামপুরের অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

ইসলামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল লতিফ সরকারের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ; যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও এর সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ধর্মমন্ত্রীক ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

#

আবুবক্কর/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০৯

**ভূমিসেবা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেছেন, সরকার ভূমি সেবা সহজীকরণের পাশাপাশি ভূমিসেবা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর ভূমি ভবনের সভাকক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার সব ডিজিটাল সেবায় সাইবার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং ভূমি সেবাও এর ব্যতিক্রম নয়। রাষ্ট্রীয় স্পর্শকাতর তথ্যের নিরাপত্তা, নাগরিকদের সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য এবং সম্পত্তি লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টি মাথায় রেখে সকলকে কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের আওতায় ভূমি সেবার ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী বলেন, ভূমি লেনদেনসহ ভূমিসংশ্লিষ্ট অসংখ্য কাজ নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে। এসব ভূমি সেবা নির্বিঘ্নে দিতে হলে ভূমি সেবা কাঠামোর নিশ্ছিদ্র সাইবার নিরাপত্তা অপরিহার্য। তিনি স্পর্শকাতর তথ্য সুরক্ষা এবং ভূমি সেবা অবকাঠামোর প্রতি নাগরিকদের আস্থা সমুন্নত রাখতে একটি শক্তিশালী ও সহনশীল সাইবার নিরাপত্তা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ জিয়াউদ্দীন আহমেদ, সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং মন্ত্রণালয় ও প্রকল্পসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

#

নাহিয়ান/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০৮

**শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর সাথে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই সাক্ষাৎ করেছেন।

এই সময় দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার ফ্রান্স সরকারের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত। মাধ্যমিক পর্যায়ে ফরাসি ভাষা শিক্ষা চালু করতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার প্রস্তাব দেন ফ্রান্স রাষ্ট্রদূত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফরাসি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করার বিষয়ে তাদের আগ্রহের কথা জানা। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন ফ্রান্স ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্বদানকারী অন্যতম একটি দেশ। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেরও সদস্য। ফ্রান্স সরকার ঐতিহাসিকভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে। বিদ্যালয় পর্যায়ে ফ্রান্সের গণিত শিক্ষা অনেক উন্নত। ফ্রান্সের অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি উন্নত মানের। সারা বিশ্বে সুপরিচিত। এভিয়েশন এবং মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ফ্রান্সের সাথে কোলাবোরেশনে কাজ করতে পারে।

এছাড়া আফ্রিকান আরব দেশগুলোতে ফরাসি ভাষা প্রচলিত আছে, নর্থ কান্ট্রিগুলোতেও পর্যটন শিল্পের জন্য ফরাসি ভাষা জানা জনবলের চাহিদা আছে। আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে যদি ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিতে পারি তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সময় উচ্চশিক্ষায় ফ্রান্সের বৃত্তি বৃদ্ধি করার বিষয়ে ও আলোচনা হয়।

#

খায়ের/পাশা/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০৭

**সায়মা ওয়াজেদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার**

**আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

গতকাল ২২ জানুয়ারি থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা, অটিজম বিশেষজ্ঞ ও সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সায়মা ওয়াজেদকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এক্ষেত্রে বর্তমান পরিচালক ড. পুনাম ক্ষেত্রপাল সিং এর দায়িত্ব পালন শেষে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন সায়েমা ওয়াজেদ পুতুল।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের এই সম্মানজনক অর্জনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছেন বর্তমানে জেনেভায় অবস্থানরত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন।

বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৫৪তম নির্বাহী বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ তাঁর জন্য নির্ধারিত বক্তব্যে সায়মা ওয়াজেদের এই দায়িত্বপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশির বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানে এরকম দায়িত্বশীল ও সম্মানজনক পদে দায়িত্বপ্রাপ্তি ঘটল। এই প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি (সায়মা ওয়াজেদ) অটিজম আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে কাজ করে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তাঁর মতো একজন দক্ষ ব্যক্তিত্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পদে দায়িত্বপ্রাপ্তিতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে আগামীতে নিশ্চিত অগ্রগতি আসবে। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কন্যা, তিনি জানেন কীভাবে কাজগুলো করতে হবে। তাঁর এই দায়িত্বপ্রাপ্তিতে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গর্ব অনুভব করছে এবং সায়মা ওয়াজেদের আগামী দিনগুলোর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকালে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১৫৪তম নির্বাহী বৈঠক সোমবার থেকে শুরু হয়েছে, যা আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এরপরই ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ড. সায়মা ওয়াজেদ দায়িত্ব পালন শুরু করবেন। অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সায়মা ওয়াজেদ এর আগেও জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক ও ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৪ সালে স্কুল সাইকোলজির ওপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সময় তিনি বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের ওপর গবেষণা করে ফ্লোরিডার একাডেমি অভ্‌ সায়েন্সের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক উপস্থাপনার স্বীকৃতি লাভ করেন।

#

মাইদুল/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০৬

**প্রতিবন্ধীরা মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করছে**

**--- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

টঙ্গী, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হচ্ছে। মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধীরা মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করছে।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরা নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

এক্ষেত্রে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, আমি এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছি। তাই আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি। কোথায় কি আছে, কি লাগবে তা পর্যবেক্ষণ করছি। তারা ভালো ও গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করছে। এসব পণ্য সকল সরকারি দপ্তরে সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে এই শিল্প একটি অধিক লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীরা যে ভাতা পান তা তাদের চলার জন্য নয়। মূলত প্রতিবন্ধীরা সরকারি ভাতার পাশাপাশি তাদের পরিবার ও পরিজনের সহযোগিতায় চলবে। মন্ত্রী জানান, প্রতিবন্ধীদের ভাতা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করার জন্য সরকার কাজ করছে।

আজ টঙ্গীতে অবস্থিত শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট মৈত্রী শিল্প পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইউনিট ও বিভাগ ঘুরে দেখেন।

এ সময় মন্ত্রী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপত্র তুলে দেন। এর আগে মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মন্ত্রীর সাথে ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সৈয়দ মেহেদী হাসান, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট মৈত্রী শিল্প টঙ্গীর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সেলিম খান (যুগ্ম সচিব), গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আবুল ফাতে মোহাম্মদ সফিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

পরে মন্ত্রী শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

#

জাকির/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০৫

**ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন বলেছেন, ফেডারেশনগুলোর যে চাহিদা সেটা পূরণ করা সম্ভব। ক্রিকেট বাদে বাংলাদেশের প্রায় সকল খেলাই অবকাঠামো অথবা আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। তিনি বলেন, বাস্কেটবল ফেডারেশনের নিজস্ব অফিসও নেই। বাস্কেটবলের একটা সমস্যা ছিল, সেটা সমাধানের পথে। আবাহনী কমপ্লেক্সে তাদের কোর্ট থাকবে, সেটা তাদেরই থাকবে। ফেডারেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করেই ক্লাব ব্যবহার করবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে নয়টি ফেডারেশন ও একটি সংস্থা (মহিলা ক্রীড়া সংস্থা) এর প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন।

ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, ক্রিকেট বোর্ড জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেয় না। এছাড়া বাকি সব ফেডারেশনই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুদানের মুখাপেক্ষী। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বাজেট হয় সরকারি জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে। তাই নয়টি ফেডারেশন ও একটি সংস্থা (মহিলা ক্রীড়া সংস্থা) এর সকল সমস্যা বর্তমান বাজেটে হয়তো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আগামী বাজেটে এগুলো সংস্থান করার চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানান।

নাজমুল হাসান পাপন বলেন, সরকারি বাজেটের মাধ্যমে সব কিছু সংস্থান না হলে বাইরের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সেগুলো পূরণ করা হবে। তাদের যে চাহিদাগুলো সেগুলো পূরণ হওয়ার মতো। এ সময় তিনি আরো বলেন, যাদের সহযোগিতা করা হবে তাদের মনিটরিংয়ের আওতায় রাখা হবে।

#

আরিফ/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০৪

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি লিডারশিপে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অনেক এগিয়ে গেছে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের যতগুলো প্রকল্প আছে সেগুলোর কাজ সম্পন্ন করব। নতুন প্রকল্প নেব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নেব না। যেগুলো আছে সেগুলো সম্পূর্ণ করতে সচেষ্ট থাকবো। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব রয়েছে। সে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাংলাদেশ ডেভেলপিং কান্ট্রি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এটা ধরে রাখতে হবে। যেখানে শেখ হাসিনা আছেন; সেখানে আর কিছু বাধা থাকে না। যতই সংকট হোক তাঁর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে বিশেষ উন্নয়ন সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আজকে অনন্য উচ্চতায় চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি লিডারশিপে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অনেক এগিয়ে গেছে। তিনি আমাদের ভিশন দিয়েছেন। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের আপগ্রেডেশন করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বন্দর ‘পায়রা বন্দর’ নির্মাণ হচ্ছে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বদ্বীপ পরিকল্পনা দিয়েছেন। নদীর নাব্যতা রক্ষায় কাজ হচ্ছে। মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন মেরিন একাডেমি এবং মেরিটাইম ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব চিন্তাভাবনা অন্য কেউ করেননি। তিনি রাষ্ট্রনায়োকিত চিন্তাভাবনা করেছেন। আগামী প্রজন্মের জন্য চিন্তাভাবনা করেছেন। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত আটটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অল্প সময়ের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে তাদের সরাসরি ছোঁয়া পেয়েছেন বলে মন্ত্রী জানান।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম সোহায়েল, পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল গোলাম সাদেক, মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব ড. এম মতিউর রহমান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কামরুন নাহারসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর ও সংস্থা আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০৩

**শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক (Sarah Cooke) আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় ব্রিটিশ হাইকমিশনার শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী এই সময় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় সহযোগিতার প্রস্তাব দেন। সারাহ কুক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রিডিটেশন প্রসেস এবং কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টে এক সাথে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যুক্তরাজ্য কিভাবে কাজ করতে পারে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতার মাধ্যমে কোনো কোর্স চালু করতে চাইলে সরকার তা ইতিবাচক ভাবে দেখবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, সরকার সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়, বঙ্গবন্ধুর এই দর্শন সামনে নিয়ে কাজ করবে। তবে বাংলাদেশের ভাগ্য বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্ধারণ করবে। বৈশ্বিক কোনো শক্তির কাছে বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ মাথা নত করবে না। বিদেশে পালিয়ে থাকা কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় সরকার সেটা মোকাবিলা করবে।

#

খায়ের/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০২

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুলায়ে সেখ (Abdoulaye Seck) সাক্ষাৎ করেছেন।

মন্ত্রী জানান, বিশ্বব্যাংক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য অনুদান (গ্রান্ট) হিসেবে ৩১৫ মিলিয়ন ডলার এবং বৃহত্তর চট্টগ্রামের হোস্ট কমিনিটির উন্নয়নের জন্য ৩৮৫ মিলিয়ন ডলার সহজ ঋণ (সফট লোন) দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ৫৬ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আছে এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাথে কার্যক্রম বৃদ্ধির কথা বলেছেন, জানান হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/পাশা/শফি/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০১

**সমগ্র বিশ্ব শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানো ও**

**কাজের আগ্রহ প্রকাশ করায় বিএনপির মাথা খারাপ**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সমগ্র বিশ্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেছে- এ সব দেখে বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।’

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অডিটোরিয়ামে উগান্ডার কাম্পালায় অনুষ্ঠিত ১৯তম ন্যাম সামিট ও ৩য় সাউথ সামিটে অংশগ্রহণোত্তর মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী একথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব (ম্যারিটাইম এফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার এডমিরাল (অব.) মুহঃ খুরশেদ আলম ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দুই শীর্ষ সম্মেলনে কান্ট্রি স্টেটমেন্ট দেওয়ার পাশাপাশি সাইডলাইনে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘের মহাসচিব, কমনওয়েলথ মহাসচিবের সাথে বৈঠকসহ দু’দিনে ১৭টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, প্রথম দিনেই ১২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বহু দেশের প্রতিনিধিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। সবাই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং একসাথে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিএনপির সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, ‘এসব দেখে বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তারা আরো আবোল-তাবোল বলা শুরু করেছে।’

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সামিটের সাইডলাইনে যেসব দেশের সাথে বৈঠক হয়েছে, আমরা কয়েকটি বিষয় প্রাধান্য দিয়েছি। এর মধ্যে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু অন্যতম।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গাজা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ মহাসচিবকে অনুরোধ করেছি এবং তিনি যে রাফাহ সীমান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ নিরসনের আহ্বান জানিয়েছিলেন সে জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনের বিষয়েও আলাপ হয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি একইসাথে উপ-প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি শুরু করতে বলেছি এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন, উল্লেখ করেন ড. হাছান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আসার পর থেকে দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনেকটাই কমেছে। আমরা আবার দেশটির সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছি। মিয়ানমার থেকে নানাভাবে মাদক আসে এবং সেখানে বিভিন্ন গ্রুপ নিজেরা বিবাদমান থাকলেও একত্রে মাদক ব্যবসায় জড়িত সেটি তারা স্বীকার করেছেন এবং এর প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে সম্মত হয়েছেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে ভারতকেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলো নিয়ে মন্ত্রী আরো বলেন, উগান্ডায় কৃষির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। দেশটিতে তুলা চাষ করা যায়। পামওয়েলও চাষ করা যায়। আমরা পরিকল্পনা করছি, শিগগিরই একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল সেখানে পাঠাবো। বেলারুশ, ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা প্রত্যেকে আগ্রহ দেখিয়েছে। সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, সৌদি আরব, কাতারসহ যেসব দেশে আমরা জনশক্তি রপ্তানি করি সেখানে প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা সমাধানের জন্যও আলাপ হয়েছে এবং পাশাপাশি ফিলিস্তিন, নেপাল, বেনিন, বতসোয়ানার সাথেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা জানান মন্ত্রী।

উগান্ডার কাম্পালায় ন্যাম এবং ৭৭ জাতি গ্রুপ ও চীনের তৃতীয় দক্ষিণ শীর্ষ সম্মেলনে দেশের প্রতিনিধি দল নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ এ মুহিত, কেনিয়া ও উগান্ডায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার তারেক মুহাম্মদ প্রমুখ।

#

আকরাম/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০০

পার্বত্য মেলায় পার্বত্য অঞ্চলবাসীর শিক্ষা, কৃষ্টি,

অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তুলে ধরা হবে

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

পার্বত্য অঞ্চলবাসীর শিক্ষা, কৃষ্টি, অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তুলে ধরতে আগামী ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ চার দিনব্যাপী ঢাকায় পার্বত্য মেলা আয়োজন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকাস্থ বেইলী রোডে শেখ হাসিনা পার্বত্য কমপ্লেক্সে মেলাটির স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ এমপি’র জাতীয় সংসদ ভবনস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমান একথা জানান। এ সময় পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যানের শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন এবং চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করা হয়।

#

আহসান/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৯

**অভিবাসন ব্যয় কমাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে**

**--- প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, অভিবাসন ব্যয় কমাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন প্রক্রিয়ার মাঝে যেন মধ্যস¦ত্বভোগীরা অনুপ্রবেশ না করতে পারে সে ব্যাপারে নজরদারি বাড়ানো হবে। তিনি আরো বলেন, দুই-তিন স্তরের মধ্যস¦ত্বভোগীর হস্তক্ষেপের কারণেই অভিবাসন ব্যয় অধিকহারে বেড়ে যায়। এছাড়াও তিনি সবাইকে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরি করতে আহ্বান জানান।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অভ্ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (বায়রা)-এর প্রতিনিধিদের এক মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন।

মতবিনিময় সভায় সচিব মোঃ রুহুল আমিন বলেন, আমাদের লক্ষ্য নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসন। এক্ষেত্রে সবাইকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রবাসী কর্মীদের সামগ্রিক সুরক্ষায় সকল অংশীজনের দায়িত্বশীল ভূমিকা খুবই জরুরি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ খায়রুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, বায়রা’র মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার চৌধুরীসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৮

**চা-কে কৃষিপণ্য হিসাবে ঘোষণার দাবি চা এসোসিয়েশনের**

**--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

আজ সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশ চা এসোসিয়েশনের (বিটিএ) প্রতিনিধিদল। এসময় কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার এবং বিটিএ’র চেয়ারম্যান কামরান টি রহমান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সালেক আহমেদ আবুল বশরসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বিটিএ’র প্রতিনিধিদল চা-কে কৃষিপণ্য হিসাবে ঘোষণা করার জন্য কৃষিমন্ত্রীর নিকট দাবি জানান। তারা জানান, কৃষিপণ্য হিসাবে গণ্য করা হলে কৃষিখাতের মতো চা শিল্পেও স্বল্প হারে বা শতকরা ৪ ভাগ সুদে ঋণ পাওয়া যাবে এবং চা শিল্প টেকসই ও লাভজনক হবে। বৈঠকে বিটিএ প্রতিনিধিদল চা শিল্পে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যাও তুলে ধরেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে বিটিএ’র প্রতিনিধিদলকে এসময় জানান মন্ত্রী।

#

কামরুল/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৭

**এ বছর বেশি পরিমাণ আম নেবে রাশিয়া**

**সারের মজুত পর্যাপ্ত, বোরো মৌসুমে কোনো সংকট হবে না**

**--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশের আম সুস্বাদু ও মানসম্পন্ন হওয়ায় এবছর বেশি পরিমাণ আম নিবে রাশিয়া। ৫০ টন আম নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা দেশটির। ফুলকপি, পেঁপে নিতেও আগ্রহী দেশটি। এছাড়া বাংলাদেশে সার রপ্তানি অব্যাহত রাখবে।

আজ সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মান্টিটস্কি (Aleksandr Mantytsky) এসব কথা জানান। এসময় কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাশিয়া আমাদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। স্বাধীনতার সময় থেকে তারা আমাদের বন্ধু আছে। আগামীতেও থাকবেন। রাশিয়ায় আমরা আম, ফুলকপি, পেঁপে প্রভৃতি রপ্তানি করব। কৃষিপণ্যের গুণগতমানে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, আমরা তা অবশ্যই পরীক্ষা করব, পরীক্ষা করে সেগুলো রপ্তানি করব।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী বলেন, সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। বোরো মৌসুমে সারের কোনো রকম সংকট হবে না। তিনি জানান, চলমান বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ইউরিয়া সারের সম্ভাব্য চাহিদা হলো ৮ লাখ ৮৬ হাজার টন, এর বিপরীতে বর্তমান মজুত ও সম্ভাব্য পাইপলাইন মিলে মোট মজুত হবে ১৩ লাখ ৫১ হাজার টন। একইভাবে টিএসপির ২ লাখ ৪১ হাজার টন চাহিদার বিপরীতে মজুত হবে ৩ লাখ ৮৮ হাজার টন, ডিএপির ৩ লাখ ১৪ হাজার টন চাহিদার বিপরীতে মজুত হবে ৪ লাখ ৭৬ হাজার টন এবং এমওপির ২ লাখ ২৩ হাজার টন চাহিদার বিপরীতে মজুত হবে ৫ লাখ ২৭ হাজার টন।

মন্ত্রী বলেন, পণ্যের দাম যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেটি আমরা দেখব। চালের দাম বাড়লে তাতে মানুষের ওপর চাপ পড়ে। এ বিষয়ে আমরা সজাগ আছি। এ বিষয়ে আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে যেখানে যতটুকু সহযোগিতা দরকার, সেটি করা হবে। আমরা চেষ্টা করব, যাতে দাম বেড়ে না যায় এবং কৃষকেরাও যাতে দাম পায়, আবার মজুতদারিও যাতে না হয়।

তিনি বলেন, মজুতদারি এবং সিন্ডিকেট যাতে না হয়, সেদিকে সরকারের কঠোর নজর রয়েছে।

#

কামরুল/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার

৮ দশমকি ৬২ শতাংশ। এ সময় ৪০৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ২০১ জন।

#

দাউদ/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৫

**বিদেশি পর্যটক বৃদ্ধির জন্য দ্রুতই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে**

**--- বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, দেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য দ্রুতই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও পর্যটন কর্পোরেশন পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মন্ত্রী একথা বলেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কারণে দেশে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আনন্দের কথা। এখন আমাদেরকে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। বিদেশি পর্যটকেরা যেন বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য উদ্ভাবনী প্রচার কৌশল কাজে লাগাতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসা সহজীকরণ, তাদের দ্রুততম সময়ে ভিসা প্রদান, অন এরাইভাল ভিসার আওতা বৃদ্ধি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, তাদের জন্য এয়ারপোর্টে বিশেষ সার্ভিস চালুকরণ ও দক্ষ ট্যুর গাইড তৈরির বিষয়েও মন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশের পর্যটনের অপার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পর্যটন খাতের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমাদের পর্যটনে বেসরকারি খাত ও ট্যুর অপারেটরগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। পর্যটনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তাদের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি সাপেক্ষে তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে পর্যটন খাতে কর্মরত সবাইকে চিন্তা-ভাবনা ও কাজে স্মার্ট হতে হবে। সবাই মিলে আন্তরিকভাবে কাজ করলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন হবেই। এ শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবেই।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের সংস্কৃতিকে ঠিক রেখেই বিদেশি পর্যটকদের কাছে দেশের পর্যটন আকর্ষণকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। আমাদের পর্যটন গন্তব্যগুলো জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। পাশাপাশি ইকো ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ও কালিনারি ট্যুরিজমের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। পর্যটন কর্পোরেশনের সকল স্থাপনা আরো বেশি লাভজনক করার জন্য সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন সেবা চালু করতে হবে।

#

তানভীর/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৪

**সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে তৎপর থাকতে হবে**

-ধর্মমন্ত্রী

জামালপুর, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে তৎপর থাকতে হবে। সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়িত হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যেই আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে পারব।

আজ জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

গত ১৫ বছরে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখন অগ্রগতির মহাসড়কে রয়েছে। বিশ্বসমাজে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশংসিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি টেকসই ও শক্তিশালী ভিত তৈরি হয়েছে। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করে।

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে মন্ত্রী সকলকে নির্বাচনি ইশতেহারে বর্ণিত তার দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অবহিত হওয়ার এবং সে অনুসারে তাদের কর্মপন্থা সাজিয়ে নেওয়ার আশ্বাস জানান। তিনি নির্বাচনি ইশতেহারের অগ্রাধিকার খাতসহ সামগ্রিক বিষয়ে করণীয়সমূহ নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়নে সোচ্চার হওয়ার জন্য ও কর্মকর্তাদেরকে আহ্বান জানান। এছাড়া, তিনি মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশনা বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানান।

জেলা প্রশাসক মোঃ শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতিবিনিময় সভায় পুলিশ সুপার মোঃ কামরুজ্জামান, সিভিল সার্জন ডা. প্রণয় কান্তি দাসসহ জেলা পর্যায়ের দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

সিদ্দীক/জামান/রবি/রাসেল/শামীম/২০২৪/১৫৫৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৩

**বাংলাদেশ-ভারতের পারষ্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যয়**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের সাথে সবধরনের যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করতে আগ্রহী ভারত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু ভারতের সাথে সম্পর্ক সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সাক্ষাৎকালে একথা বলেন। এসময় তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।  
  
 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারত আমাদের সকল উন্নয়নের সঙ্গে থাকতে আগ্রহী। উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের গৃহিত সকল পদক্ষেপের সাথে ভারতের সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে। তিনি আরো বলেন, পায়রা বন্দরকে ঘিরে যে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে, সেখানে ভারতের ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। দু’দেশের মধ্যে নৌপর্যটন শুরু হয়েছে। অন-এরাইভাল ভিসা আরো সহজ করার জন্য কাজ করছে দু’দেশের সরকার।

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামালসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/জামান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯২

**পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ইউএনডিপি কার্যক্রম বৃদ্ধি করবে**

**-পরিবেশ ও বন মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, দেশের সার্বিক পরিবেশ ও বনের উন্নয়নে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশে তাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করবে। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংস্থাটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, সরকার বর্জ্যমুক্ত বিদ্যালয় ও গ্রাম কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউএনডিপির সাথে কাজ করতে আগ্রহী। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও গবেষণা, নবায়নযোগ্য শক্তি, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েও দু'পক্ষ একযোগে কাজ করবে।

স্টেফান লিলার বলেন, ইউএনডিপি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, সেন্সর বেইজড মনিটরিং, জলাভূমি সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কার্যক্রমে একযোগে কাজ করবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. ফাহমিদা খানম, ইউএনডিপির সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি প্রসেনজিৎ চাকমা, কৌশলগত যোগাযোগ ও আউটরিচ বিশেষজ্ঞ কীর্তিজাই পাহাড়ি, জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ মালিহা মুজাম্মিল, প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ আরিফ এম ফয়সাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর পূর্বে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের লিড পলিসি এডভাইজার মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা আহসানিয়া মিশনের এক প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তারা বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার কমানোর বিষয়ে আলোচনা করেন।

#

দীপংকর/জামান/ফয়সল/রবি/রাসেল/কলি/মাসুম/২০২৪/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪৯১

**বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে স্পেশাল ট্রেন সর্ভিস থাকবে**

**--রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে স্পেশাল ট্রেন সর্ভিস চালু করবে। মুসল্লিদের ভ্রমণের সুবিধার্থে ১১ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

আজ রাজধানীর রেল ভবনে বিশ্ব ইজতেমা -২০২৪ উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব ২, ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় পর্ব ৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ২ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা-টঙ্গী-ঢাকা রুটে জুম্মা স্পেশাল -২ নামে এক জোড়া ট্রেন চলাচল করবে।   
৩ ও ১০ ফেব্রুয়ারি জামালপুর-টঙ্গী রুটে স্পেশাল-১ জোড়া ট্রেন চলাচল করবে। ৪ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের দিন বিভিন্ন রুটে স্পেশাল ট্রেন চলাচল করবে। ঢাকা-টঙ্গী-ঢাকা রুটে ৫ জোড়া স্পেশাল, টঙ্গী-ময়মনসিংহ-টঙ্গী রুটে ১ জোড়া ও টঙ্গী-টাঙ্গাইল-টঙ্গী রুটে ১টি স্পেশাল ট্রেন চলবে। এছাড়া ঈশ্বরদী-টঙ্গী-ঈশ্বরদী রুটে ২ট জোড়া স্পেশাল ট্রেন চলবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি এবং ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা অভিমুখী সকল আন্তঃনগর, মেইল ও কমিউটার ট্রেন টঙ্গী স্টেশনে ৩ মিনিট করে থামবে। আগামী ৪ ও ১১ ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের দিন সুবর্ণ, সোনার বাংলা, কক্সবাজার ও পর্যটক এক্সপ্রেস ব্যতিত সকল আন্তঃনগর, মেইল ও কমিউটার ট্রেনসমূহ যাওয়া আসার সময় টঙ্গী স্টেশনে ৩ মিনিট করে যাত্রা বিরতি করবে।

উল্লেখ্য, সকল আন্তঃনগর মেইল/এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনে কোচের প্রাপ্যতা এবং যাত্রী চাহিদা অনুযায়ী যথাসম্ভব অতিরিক্ত কোচ সংযোজন করা হবে।

#

সিরাজ/জামান/ফয়সল/রবি/রাসেল/লিখন/২০২৪/১৪৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯০

**মিশর বাংলাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন, বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মিশর। এবিষয়ে দু’দেশের মধ্যে শীঘ্রই একটি যৌথ প্রটোকল স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর মহিম এলদিন আহমেদ ফাহমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন। এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফ ও দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মিনা মাকারি উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সরকারকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিন্দন জানান এবং বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেন, গতবছর মিশর ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০বছর উদযাপন করা হয়েছে। এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে বলে রাষ্ট্রদূত আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী মিশরের রাষ্ট্রদূতকে জানান, বন্ধুপ্রতীম দু'দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরাদার হবে। বিশ্বে বাংলাদেশ ২য় পাট উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশে উন্নতমানের পাট উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উদ্যোক্তাগণ পাট দিয়ে ২৮২ ধরণের বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন করছে যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। তিনি বলেন, দু’দেশের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি বলেন, মিশর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ তাদের বন্ধুপ্রতীম দেশ। মিশর বাংলাদেশের পাট-বস্ত্র, তুলাসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য ছাড়াও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটাতে আগ্রহী।

#

সৈকত/জামান/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৯

**রংপুর বিভাগে ৫২ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসিত**

রংপুর, ৯ মাঘ, (২৩ জানুয়ারি):

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গত ১৫ বছরে (২০০৮-২০২৩) রংপুর বিভাগের ৮ জেলার ৫২ হাজার ৩৮৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগের পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা ইতোমধ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ মালিকানায় বিনামূল্যে দুই শতাংশ জমিসহ গৃহ প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৮ লাখ ৪৭ হাজার ২০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৩ লাখ।

বর্তমানে দেশে ৩২টি জেলা ও ৩৯৪টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত। বিপুল সংখ্যক মানুষকে পুনর্বাসনের ফলে বাংলাদেশের চরম দারিদ্র ও ভাসমান মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

#

অর্জুন/জামান/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১২৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৮

**টরন্টোতে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধন**

টরন্টো, ২৩ জানুয়ারি:

কানাডার টরন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে গত ২০ জানুয়ারি উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ নূরুল আনোয়ার,এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের, সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ খাইরুল কবির মেনন।

দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে সম্যক ধারণা প্রদান করেন এবং ই-পাসপোর্ট সেবা সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতার একটি মাইলফলক।

অনুষ্ঠানে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ঢাকা থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ ও ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কারিগরি দল,,স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশি ডায়াসপোরার সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, ই-পাসপোর্ট সেবা আবেদনকারীগণ এবং কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

জামান/ফয়সল/রবি/রাসেল/কলি/মানসুরা/২০২৪/১১২৮ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৭

**ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবসউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, বাঙালির মুক্তি সনদ ৬-দফা, পরবর্তীকালে ১১-দফা ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে চিরতরে মুক্ত করতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করেন। এতে আরো তীব্রতর হয় স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে বন্দি করে। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ঢাকা সেনানিবাসে বিচার শুরু করে। এ মামলার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা দুর্বার ও স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন গড়ে তোলে। কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গর্জে উঠে সারা বাংলার মানুষ। ১৯৬৯ সালের পুরো জানুয়ারি ছিল আন্দোলনে উত্তাল। প্রতিদিন আন্দোলনের ঘটনা ঘটে এবং ধারাবাহিকভাবে দেশব্যাপী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ছাত্র-জনতার চলমান মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে আসাদুজ্জামান শহিদ হন এবং আহত হন আরো অনেকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করা এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসন উৎখাতের সংকল্প নিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সংগ্রামী জনতা শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেন। মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণে ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক এবং মকবুল, আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীরসহ আরো কয়েকজন শহিদ হন। জনতার কঠিন রুদ্ররোষ এবং গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ফলে আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়। অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী সকল শহিদ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আমরা গত ১৫ বছরে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের আর্থসামাজিক সকল খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছি। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত মানুষ উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে। জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপহার দিয়েছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করেছি। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি এবং রায় কার্যকর করছি। নতুন প্রজন্ম দেশের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ‘উন্নয়নের রোল মডেল’ হিসেবে স্বীকৃত। এমডিজির লক্ষ্যসমূহ সফল বাস্তবায়নের পর এসডিজির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথেও বাংলাদেশ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ‘এসডিজি প্রোগ্রেস এওয়ার্ড’ পেয়েছি। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশে রূপান্তর এবং ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে আমরা সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ।

আমি শহিদ মতিউরসহ দেশের মুক্তিসংগ্রামের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

শ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জামান/রবি/রাসেল/কলি/মাসুম/২০২৪/১১২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৬

**ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন। দিনটি আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৬৯ সালের এই দিনে দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষিত ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তি সনদ। ৬-দফা ঘোষণার পর স্বাধিকার আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয় এবং সারা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের যৌথ আন্দোলন গণআন্দোলনকে বেগবান করে। তৎকালীন স্বৈরশাসক এ আন্দোলন নস্যাৎ করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্য আসামিদের মুক্তি এবং সামরিক শাসন উৎখাতের দাবিতে কারফিউ ভঙ্গ করে রাজনীতিক-ছাত্র-শিক্ষক-জনতা মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ঢাকাস্থ নবকুমার ইনস্টিটিউশন স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুথানে শহিদ মতিউরসহ অন্যান্য শহিদের রক্ত বৃথা যায়নি। গণঅভ্যুত্থানের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ রাজবন্দিদের মুক্তি এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে একটি মাইলফলক। গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে অর্জিত এই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুথানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/ফয়সল/রবি/রাসেল/কলি/মানসুরা/২০২৪/১১২১ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ